দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১৯

খন্দকার জাহিদ হাসান

(৭) 'আশ্চর্য স্বপ্ন'

[স্বপ্ন দেখছিলাম। সিডনীর অপেরা হাউজ থেকে আমরা যখন বের হলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সূর্য পশ্চিমাকাশে অনেকখানি ঢলে পড়েছিলো। 'আমরা' মানে আমি, আমার স্ত্রী নাসিমা এবং আমাদের ছ'বছরের একমাত্র ছেলে সংগীত। বরাবরের মত সংগীত বায়না ধরলো।]

সংগীতঃ বাবা, আমি আইস্‌ক্রীম খাবো।

আমিঃ এখানে আইস্‌ক্রীম কোথায় পাবো? তোকে বরং অবাক সন্দেশ কিনে দিচ্ছি।

সংগীতঃ উঁহু, অবাক সন্দেশ আমি পছন্দ করি না।

আমিঃ তাহলে তুই কি পছন্দ করিস্?

সংগীতঃ বললাম তো, ম্যাগ্‌ডোনাল্ডস্!

[সুতরাং অতঃপর আমি অপেরা হাউজের কাছাকাছি ফুটপাতের ধারের এক বুড়োমিঞার দোকান থেকে আমার ছেলেকে কিছু ভাঁপা পিঠে কিনে দিলাম। কাছেই কয়েকটা রিক্সা দাঁড়িয়ে ছিলো। আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলাম।]

আমিঃ (একজন রিক্সাচালককে উদ্দেশ্য ক'রে) চাচামিঞা, কাজিহাটা যাবেন?

[কাজিহাটা হ'ল রাজশাহী শহরের এক মহল্লা, যেখানে আমি জন্মেছি এবং বড়ো হোয়েছি।]

রিক্সাচালকঃ যামু, তয় পাঁচ সিকা লাগবো।

আমিঃ (চোখ কপালে তুলে) পাঁচ সিকা মানে?

রিক্সাচালকঃ (বিরক্ত কণ্ঠে) পাঁচ সিকা মানে জানেন না? পাঁচ সিকা মানে ডলার টোয়েন্টি ফাইভ্ , মানে এক ডলার টোয়েন্টি ফাইভ্ সেন্ট। বুঝছেন এইবার?

আমিঃ আচ্ছা ঠিক আছে, পাঁচ সিকাই আপনি পাবেন।

[আমরা তিনজন রিক্সাতে চেপে বসলাম। আমার পাশে নাসিমা। আর সংগীত বসলো অর্ধেক আমার কোলে এবং অর্ধেক ওর মায়ের কোলে। রিক্সা ঘন্টায় সত্তর কিলোমিটার বেগে চলতে শুরু করলো।]

নাসিমাঃ (রিক্সাচালকের উদ্দেশ্যে) আপনি কোন্ দেশের লোক ভাই?

আমিঃ (খুব নীচু গলায় নাসিমার

উদ্দেশ্যে) এত মুরুব্বী মানুষকে 'ভাই' বলে ডাকা ঠিক হচ্ছে না, 'চাচা' বলো।

রিক্সাচালকঃ আমার বাপ আছিলেন আইরিশ, আর মা এ্যাব্‌অরিজিন্যাল। তয় আমি জন্মাইছি এই অস্ট্রেলিয়াতেই।

সংগীতঃ (আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে) বাবা, বাবা, দ্যাখো। ড্রাইভার রিক্সার মিটার অন্ করেনি।

রিক্সাচালকঃ (দাঁত বের ক'রে হাসতে হাসতে) হেঃ হেঃ হেঃ...., ভুল হইয়া গ্যাছে দাদু ভাই! অহনি মিটার অন্ করতাছি।

[রিক্সাচালক মিটার অন্ ক'রে দিলেন। রিক্সা পদ্মা নদীর পাড়ের বাঁধের ধার ঘেঁষে বিস্তৃত রাস্তা ধরে সাঁই সাঁই ক'রে চলতে থাকলো। তখন পূর্ব দিগন্তে কেবল সূর্য উঁকি দিচ্ছিলো।]

আমিঃ চাচামিঞা, আপনি সিপাইপাড়া দিয়ে না গিয়ে এত ঘুরে যাচ্ছেন কেন?

রিক্সাচালকঃ (বিস্মিত কণ্ঠে) সিপাইপাড়া? আপনের কি মাথা খারাপ হয়্যা গ্যাছে? সিপাইপাড়া তো সিডনীতে। আর হেইডা তো হইলো গিয়া রাজশাহী শহর। দ্যাখতাছেন না, হারবারে কতো জাহাজ ভিঁড়তাছে?

[আমি চোখ কচ্‌লে দেখলাম, সত্যিই তো! পদ্মা নদীর নামগন্ধটিও নেই। আমরা আসলে চলেছি হারবার ব্রীজের পাশ দিয়ে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সবাই বাসায় পৌঁছে গেলাম। জায়গাটার নাম ল্যুমিয়াহ্।]

রিক্সাচালকঃ এই হইলো গিয়া ল্যুমিয়াহ্। আর উই যে তাকায়া দ্যাহেন মিন্টু– বাংলাদ্যাশীগো পাড়া।

নাসিমাঃ রিক্সাওয়ালা ভাই, চা খায়া যান আমাগো বাড়ীখন।

রিক্সাচালকঃ না মা, আইজ না। আরেকদিন খামুনে।

[চাচামিঞা তাঁর গাড়ী নিয়ে ভোঁ ক'রে উধাও হোয়ে গেলেন।]

আমিঃ (নাসিমার উদ্দেশ্যে) এই, তুমি পাবনার মেয়ে হোয়ে ঢাকাইয়া ভাষা শিখলে কিভাবে?

নারীকণ্ঠঃ শাট্ আপ! হুয়্যার দ্য হেল্ ইজ ইওর পাবনা? আয়াম আ ক্যাম্প্‌বেলটাউন গ্যর্ল!....হেই, লুক্ এ্যাট্ মী– - - !!

[আমি ভালো ক'রে চেয়ে দেখলাম, নাসিমার বদলে প্যান্ট-শার্টপরা এক শ্বেতাংগিনী ভদ্রমহিলা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লক্ষ্য করলাম যে, আসলে সেই ভদ্রমহিলা মোটেও আমার স্ত্রী নন, আমার শৈশবের এক পাড়াতো 'রুমীখালা'। তার মানে, এতক্ষণ যার সংগে আমি রিক্সাভ্রমণ করছিলাম, তিনি আসলে ছিলেন সেই রুমীখালা!? তাও আবার এক শ্বেতাংগিনী রুমীখালা? কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আমি সেই ঘটনার অস্বাভাবিকতায় মোটেও অবাক হলাম না। যেন সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। আরও মজার ব্যাপার হলো, আমার ছেলে সংগীতের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো রুমীখালার-ই বড়ো ছেলে জামানভাই।]

জামানভাইঃ এ্যায় শাহীন, আমার জন্য কি এনেছিস্?

আমিঃ পোট্যাটো গ্রেভী আর কোল্‌স্ ল'। অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার, কিছুক্ষণ আগেই সাহেব বাজার থেকে কিনেছি।

জামানভাইঃ ওতেই আমার চলবে রে!

আমিঃ ইয়ে, আপনি আজকাল কি করছেন জামানভাই?

জামানভাইঃ(আংগুল দিয়ে নির্দেশ ক'রে) ঐ যে দ্যাখ্ , বটতলায় মুদিখানার দোকান দিয়েছি। পাশেই নদীর ঘাটে হরহামেশা নৌকা ভিঁড়ছে। এতদিন ব্যবসা তেমন জমেনি। (গলা নামিয়ে) তবে সুখবর হলো, এই এলাকাতে নোয়াখালীর লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আর কিছু বাড়লেই ব্যস্! আমার আর কোনো চিন্তা থাকবে না রে!

[জামানভাইয়ের কথা শেষ না হতেই কে যেন অত্যন্ত উঁচু গলাতে কথা বলতে শুরু করলো। আমি চম্‌কে উঠে চেয়ে দেখলাম যে, আমার সম্মুখে ঐতিহাসিক দুই রহমান সাহেব স্বয়ং মূর্ত্তিমান! গেঞ্জিগায়ে আর লুংগীপরণে স্বয়ং বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পাশেই আবার সানগ্লাস চোখে দাঁড়িয়ে ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান।]

বংগবন্ধুঃ এত কষ্ট ক'রে সবাই মিলে দেশটাকে স্বাধীন করলাম, আর তোরা সব সমানতালে ভেগে চলেছিস্! নেমক হারামের দল!!

জেঃ জিয়াঃ একদম খাঁটী কথা স্যার! নেমক হারাম তো বটেই! (বংগবন্ধুর উদ্দেশ্যে) কেন ভুলে
গেলেন স্যার, আমরা দু'জনে তো প্রাণ হারিয়েছি নিজদেশের লোকের হাতেই। নেমক হারাম না হলে.....

বংগবন্ধুঃ (জেনারেল জিয়াকে উদ্দেশ্য ক'রে ডান হাত তুলে) তুই থাম্‌তো জিয়া।....হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এ্যায় ছোক্‌রা, ঐ যে কান পেতে শোন্। দোয়েলের এমন মধুর শিস দুনিয়ার আর কোথাও শুন্‌ছিস্?

[কান পেতে শুনতে পেলাম, দোয়েলপাখী আমাদের বাসার পেছনের জংগলটায় শিস দিচ্ছে।]

আমিঃ (মিন্‌মিন্ ক'রে) হ্যাঁ, নিউজিল্যান্ডে একবার শুনেছিলাম।

বংগবন্ধুঃ কি বল্‌লি হতভাগা? নিউজিল্যান্ডে দোয়েলের ডাক শুন্‌ছিলি?

আমিঃ জ্বী, হ্যাঁ।

বংগবন্ধুঃ চুপ্ কর্, মিথ্যুক কোথাকার!!

[বংগবন্ধুর প্রচন্ড ধমকে আমার ঘুম ভেংগে গেল। দেখলাম, আমাদের ল্যুমিয়াহ্‌র বাসাতে আমি শুয়ে আছি। বাইরে সত্যি সত্যিই পাখী ডাকছিলো। তবে ওটা কোনো দোয়েলের শিস ছিলো না, ওটা ছিলো এক ম্যাগ্‌পাইয়ের বুকভাংগা আর্তনাদ।]

(একটি সত্যিকারের স্বপ্ন , যা সামান্য রঞ্জিত)

(২) 'কথা বেচে খাওয়া'

বিক্রেতাঃ (এক ক্রেতা ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্যে) সম্মানিতা গ্রাহক, আমার কাছে যে-সকল টুথ্‌ব্রাশ দেখছেন, সেগুলো বিশ্বের সেরা মাল। আপনি এখান থেকে যে-কোনো একটা বেছে নিতে পারেন।

ক্রেতাঃ (একটা টুথ্‌ব্রাশ হাতে তুলে নিতে নিতে) আচ্ছা, এই টুথ্‌ব্রাশটি কেমন হবে?

বিক্রেতাঃ (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) আপনি একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসটিই নির্বাচন করেছেন। আপনাকে অভিবাদন! আপনার হাতের এই টুথ্‌ব্রাশটি দিয়ে আপনি

আপনার দাঁতকে এত ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন যে, দাঁত একদম মুক্তার মত দেখাবে.....

ক্রেতাঃ (হাতের টুথব্রাশটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে আরেকটি তুলে নিতে নিতে) আর এটি কেমন হবে?

বিক্রেতাঃ এই টুথব্রাশটি গুণেমানে আগেরটির চেয়ে হাজার গুণে ভালো। এটি নির্বাচনের জন্য কোম্পানীর তরফ থেকে আপনাকে লাল-গালিচার সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। এই জিনিস দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত শুধু মুক্তার মতই দেখাবে না, আপনার সব দাঁত আসলে মুক্তাতেই পরিণত হবে।

ক্রেতাঃ আপনার দোকানে আর কি কি জিনিস রয়েছে?

বিক্রেতাঃ এই যে এখানে কিছু শাওয়ার মিল্ক পাচ্ছিলেন। এগুলো ব্যবহার ক'রে আপনি আপনার শরীরের সমস্ত অবাঞ্ছিত ময়লা শতকরা একশ' ভাগ দূর করতে পারবেন। আপনি কি এখন অনুগ্রহপূর্বক এই স্টক্ হতে একটি শাওয়ার মিল্ক নির্বাচন করবেন?

ক্রেতাঃ (একটি শাওয়ার মিল্ক হাতে তুলে নিতে নিতে) হ্যাঁ, আমি এই শাওয়ার মিল্কটা নির্বাচন করলাম।

বিক্রেতাঃ কি আশ্চর্য! আপনি কিভাবে টের পেলেন যে, এটিই এখানকার এক নম্বর শাওয়ার মিল্ক? শুধু একটিবার এই জিনিস দিয়ে গোসল সারলে....

ক্রেতাঃ দুঃখিত! আমি কি এটা পালটিয়ে আরেকটা শাওয়ার মিল্ক নিতে পারি?

বিক্রেতাঃ অতি অবশ্যই পারেন। না পারলে আমার বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না! বলুন, কোন্‌টি নিবেন?

ক্রেতাঃ ঠিক আছে, আমি নিজেই বেছে নিচ্ছি।

[ক্রেতা ভদ্রমহিলা আগের শাওয়ার মিল্কটা রেখে দিয়ে আরেকটা তুলে নিলেন।]

বিক্রেতাঃ আপনার নির্বাচনী ক্ষমতা অবিশ্বাস্য রকমের বেশী! এই শাওয়ার মিল্কটি এখানকার এক নম্বরের চাইতেও নীচের নম্বরধারী একটি অদ্বিতীয় মাল। আপনি সত্যিই সৌভাগ্যবতী! আপনি কি জানেন যে, এই শাওয়ার মিল্কটি আপনার জন্য কি বিরাট সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসতে যাচ্ছে? এটি ব্যবহারে...

ক্রেতাঃ আমাকে আপনি আরও কিছু জিনিস দেখাতে পারেন কি?

বিক্রেতাঃ তার আগে আমাকে বলুন, কেন দেখাতে পারবো না!? আপনাকে জিনিস দেখানোর জন্যই তো আমার জন্ম হোয়েছে।

ক্রেতাঃ (কিছু পণ্যের দিকে আংগুল নির্দেশ ক'রে) আচ্ছা, ওগুলো কি?

বিক্রেতাঃ এগুলো যে কি, তা একবার পরখ করলেই বুঝতে পারবেন। আর তখন আপনার আফসোস হবে এই ভেবে যে, জীবনের অনেকটা সময় আপনি এই জিনিস থেকে বঞ্চিত হোয়েছেন!

ক্রেতাঃ (অধৈর্য কণ্ঠে) জিনিসটা কি, সেটাই আগে বলুন না!

বিক্রেতাঃ এটা হলো, বাওয়েল এভ্যাকুয়েটিং মেশিন। এই যন্ত্র দিয়ে দেহের সকল আভ্যন্তরীণ বর্জ্য পদার্থকে শতকরা দেড়শ' ভাগ দূর করা যায়। শুধু তা-

ই নয়, এই মেশিন থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির সাহায্যে আপনার দেহাভ্যন্তরের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগকে পুরোপুরিভাবে কর্মক্ষম ও রোগজীবাণুমুক্ত করা সম্ভব। এটি নির্বাচন করার মাধ্যমে আপনি আপনার আয়ুকে দ্বিগুণ করলেন। আর সেই সাথে আজ হতে টয়লেট্রির যাবতীয় ঝুট্-ঝামেলা থেকে আপনি সম্পূর্ণরূপে রেহাই পেলেন! একবার ভাবুন তো....!!

ক্রেতাঃ আর কি কি ভালো জিনিস আছে আপনার কাছে?

বিক্রেতাঃ আমার সব জিনিস-ই ভালো। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ হচ্ছে, মাইন্ড্ ক্লিনার ব্রাশ এবং এ্যান্টি-চ্যাটার বক্স পেস্ট্।

ক্রেতাঃ এ দু'টো জিনিসের কোন্‌টির কি কাজ?

বিক্রেতাঃ মাইন্ড্ ক্লিনার ব্রাশ দিয়ে আপনি আপনার মনকে খুব আচ্ছামত পরিষ্কার করতে পারবেন। মনের ভেতরকার সকল উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, জ্বালা-যন্ত্রণা, লজ্জা-ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহমিকা আর হীনমন্যতাকে একদম ঝেঁটিয়ে বিদায় করার কাজে এই মাইন্ড্ ক্লিনার ব্রাশের কোনো জুড়ি নেই। আর এই ব্রাশের সংগে যদি সামান্য এ্যান্টি-চ্যাটার বক্স পেস্ট্ ব্যবহার করা যায়, তাহলে তো আর কথাই নেই! আপনার সমস্ত বক্‌বকানি ও বাহুল্য কথা-বার্তা চব্বিশ ঘন্টার জন্য একদম বন্ধ হোয়ে যাবে। এখন বলুন, কি কি মাল চাই আপনার।

ক্রেতাঃ সবগুলো জিনিস-ই একটা ক'রে দিন আমাকে। একটা টুথব্রাশ, একটা শাওয়ার মিল্ক, একটা বাওয়েল এভ্যাকুয়েটিং মেশিন, একটা মাইন্ড্ ক্লিনার ব্রাশ ও একটা এ্যান্টি-চ্যাটার বক্স পেস্ট্। সবকটির দামই আমি দিয়ে দিচ্ছি। তবে শুধু এ্যান্টি-চ্যাটার বক্স পেস্ট্‌টা আমি আপনার জন্য রেখে যাচ্ছি উপহার হিসাবে। আমার ধারণা, ঐ জিনিসটা আপনার জন্য বিশেষভাবে জরুরী।

বিক্রেতাঃ (জিভে কামড় দিয়ে) আমাকে আর লজ্জা দিবেন না ম্যাডাম! আমি শুধু জিনিস বেচেই নয়, কথাও বেচে খাই। এই পেস্ট্ ব্যবহার করলে আমার ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে!!

ক্রেতাঃ কথা বিক্রি করা ভালো। কিন্তু বাহুল্য কথা-বার্তা মোটেও কাম্য হতে পারে না। তাই এ্যান্টি-চ্যাটার বক্স পেস্ট্‌টা আমি আপনার জন্যই রেখে যাচ্ছি।

[[অতঃপর ক্রেতা ভদ্রমহিলা তাঁর ক্রীত পণ্যাদি ঝুড়িতে ভরে বিদায় নিলেন। আর তাঁর রেখে যাওয়া সেই এ্যান্টি-চ্যাটার বক্স পেস্টের টিউবটা দোকানী ভদ্রলোক হাসতে হাসতে যথাস্থানে রেখে দিয়ে পরবর্তী ক্রেতার দিকে মনোযোগ দিলেন।]]

(বাস্তবতার তুলিতে আঁকা জীবনের কল্পিত ছবি)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ০৬/০৯/২০০৭

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন